গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
মাধ্যমিক উইং
www.dshe.gov.bd

তারিখ: ০৯ জুলাই, ২০১৭

বিষয়: আইসিটি ল্যাব, ক্লাসরুম ডিজিটাল ডিভাইস, স্মার্ট ক্লাসরুম ডিভাইস ইত্যাদির পরিচালনা পদ্ধতি, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালা/ গাইডলাইন প্রণয়ন।

০২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন" এবং "তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজ সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মিতব্য কলেজসমূহে আইসিটি ল্যাব, ক্লাসরুম ডিজিটাল ডিভাইস, স্মার্ট ক্লাসরুম ডিভাইস ইত্যাদির পরিচালনা পদ্ধতি, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ, অর্থ/বাজেট, প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে নীতিমালা/ গাইডলাইন প্রণয়ন পূর্বক তা খসড়া আকারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব নীতিমালা-২০১২" পর্যালোচনা করে কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ নিম্নোক্ত ছকে লিপিবদ্ধ করা হলো:

ক্রমিক নং	"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব নীতিমালা-২০১২" এর বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত
০১	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবগুলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং ল্যাব পরিচালনা, সংরক্ষণ, মেরামতের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পালন করবে। কোন ইকুইপমেন্ট বা তার যন্ত্রাংশ বিকল হলে প্রতিষ্ঠান তা তাৎক্ষণিক মেরামত করবে এবং ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠানই বহন করবে।	বহাল থাকবে
০২	ল্যাব পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে থাকবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত আদেশে কম্পিউটার শিক্ষক প্রতষ্ঠান প্রধানের পক্ষে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কম্পিউটার শিক্ষক না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন দক্ষ শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।	ল্যাব পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে থাকবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত আদেশে কম্পিউটার শিক্ষক ও প্রদর্শক (কম্পিউটার) প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কম্পিউটার শিক্ষক ও প্রদর্শক (কম্পিউটার) না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন দক্ষ শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।
০৩	প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক নিয়মিত ল্যাব ব্যবহার করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান, বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমোদনক্রমে, শিক্ষার্থীদের ল্যাব ব্যবহারের জন্য সময়সূচি নির্ধারণ করবেন।	বহাল থাকবে
০৪	কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সকল শিক্ষার্থী প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক ক্লাস ল্যাব ভেন্যুর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে করবে। ক্লাসরুটিনে ভেন্যু উল্লেখ থাকবে।	কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
০৫	সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কাজে ল্যাব ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	বহাল থাকবে

০৬	প্রয়োজনে এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ল্যাব ব্যবহার করা যাবে।	বহাল থাকবে
০৭	কম্পিউটার ল্যাব স্থানান্তর যোগ্য নয়। তবে অনিবার্য কারণে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচে নির্ধারিত ভৌত সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রেখে স্থানান্তর করতে পারবেন। তবে কক্ষের আকার ন্যূনতম ২০ × ১৮ বর্গফুট হতে হবে।	কম্পিউটার ল্যাব স্থানান্তর যোগ্য নয়। তবে অনিবার্য কারণে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি/ গভর্নিং বডির সাথে পরামর্শক্রমে) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচে নির্ধারিত ভৌত সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রেখে স্থানান্তর করতে পারবেন।
০৮	ল্যাবের সকল প্রকার ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্রের হিসাব দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন এবং উক্ত রেজিস্টারের একটি কপি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট গচ্ছিত থাকবে।	বহাল থাকবে
০৯	ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ল্যাবের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ল্যাব বন্ধ করার পূর্বে ল্যাবের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।	বহাল থাকবে
১০	ল্যাবের জন্য নির্ধারিত কম্পিউটারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোন অবস্থাতেই ল্যাবের বাহিরে ব্যবহার করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে ল্যাবের বাহিরে ব্যবহার করা যাবে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে কোন শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নিয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে।	বহাল থাকবে
১১	ল্যাবে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কোন যান্ত্রিক ত্রুটি বা গোলযোগ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যয়ে মেরামত করে বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইন্টারনেট ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।	বহাল থাকবে
১২	প্রতিটি কম্পিউটারে ইউপিএস ব্যবহার করতে হবে। ইউপিএস নষ্ট হলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তা মেরামত বা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।	বহাল থাকবে
১৩	কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ল্যাবের জন্য কম্পিউটার বা সরঞ্জামাদি প্রদান করতে চাইলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটিকে অবহিত রেখে) গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উক্ত মালামালের হিসাব সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ল্যাবের জন্য কম্পিউটার বা সরঞ্জামাদি প্রদান করতে চাইলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি / গভর্নিং বডি কে অবহিত রেখে) গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উক্ত মালামালের হিসাব সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১৪	প্রতিষ্ঠান প্রধান/ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সকল কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই নীতিমালা যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়ার কারণে ল্যাব বন্ধ থাকলে বা অন্য কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।	বহাল থাকবে
১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কম্পিউটার সংক্রান্ত যত ট্রেনিং হবে তার ভেন্যু হবে উপজেলা পর্যায়ের ল্যাব। তাছাড়া, ল্যাবে সরকার নির্ধারিত পাঠদান সময়ের বাইরে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৫০% ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করতে হবে। অবশিষ্ট ৫০% প্রশিক্ষণ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কম্পিউটার সংক্রান্ত যত প্রশিক্ষণ হবে তার প্রধান ভেন্যু হবে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ল্যাব। তাছাড়া, ল্যাবে সরকার নির্ধারিত পাঠদান সময়ের বাইরে আউটসোর্সিং ও ফ্রি-ল্যান্সিং সহায়ক এবং কম্পিউটার

	পরিচালনার জন্য ব্যয় করা যাবে। সকল ব্যয়ের ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে যা নিরীক্ষাযোগ্য। কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একউন্ট পরিচালনা করতে হবে।	বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৫০% ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করতে হবে। অবশিষ্ট ৫০% প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ব্যয় করা যাবে। সকল ব্যয়ের ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে যা নিরীক্ষাযোগ্য। কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করতে হবে।
১৬	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কম্পিউটার ল্যাব এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং টুল ডেভেলাপ করে তার মাধ্যমে মনিটর করতে হবে।	বহাল থাকবে
১৭	-	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৮	-	প্রতি কর্ম দিবসে কম্পিউটার ল্যাব আবশ্যিকভাবে খোলা রেখে ল্যাবের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে যে কোন ছাত্র/ছাত্রী/শিক্ষক যে কোন সময় ল্যাব/ কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে।
১৯	-	মাল্টিমিডিয়া/ স্মার্ট ক্লাসরুম সমূহে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তি সঙ্গত সংখ্যক ক্লাস পরিচালনার পদক্ষেপ নিতে হবে। সকল শিক্ষককে স্মার্টবোর্ড ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০৯/৭/১৭

১। পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

০৯.০৭.১৭

২। প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প

০৯/০৭/১৭

৩। প্রকল্প পরিচালক, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প

০৯/০৭/১৭

৪। উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

09.07.2017

৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

খসড়া

স্মারক নম্বর: **তারিখ:**

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত আইসিটি ল্যাব ও স্মার্ট ক্লাসরুম পরিচালনার নীতিমালা-২০১৭।

সরকারের রুপকল্প-২০২১ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আইসিটি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি / কম্পিউটার ল্যাব ও স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব সমূহ যথারীতি চালু রাখা, এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং স্থাপিত যন্ত্রপাতি সমূহ সচল রাখার লক্ষ্যে নিম্নরুপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবগুলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং ল্যাব পরিচালনা, সংরক্ষণ, মেরামতের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পালন করবে। কোন ইকুইপমেন্ট বা তার যন্ত্রাংশ বিকল হলে প্রতিষ্ঠান তা তাৎক্ষণিক মেরামত করবে এবং ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠানই বহন করবে।

২। ল্যাব পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে থাকবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত আদেশে কম্পিউটার শিক্ষক ও প্রদর্শক (কম্পিউটার) প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কম্পিউটার শিক্ষক ও প্রদর্শক (কম্পিউটার) না থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন দক্ষ শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৩। প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক নিয়মিত ল্যাব ব্যবহার করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান, বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমোদনক্রমে, শিক্ষার্থীদের ল্যাব ব্যবহারের জন্য সময়সূচি নির্ধারণ করবেন।

৪। কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৫। সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কাজে ল্যাব ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৬। প্রয়োজনে এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে কম্পিউটার বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ল্যাব ব্যবহার করা যাবে।

৭। কম্পিউটার ল্যাব স্থানান্তর যোগ্য নয়। তবে অনিবার্য কারণে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি/ গভর্নিং বডির সাথে পরামর্শক্রমে) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচে নির্ধারিত ভৌত সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রেখে স্থানান্তর করতে পারবেন।

৮। ল্যাবের সকল প্রকার ইকুইপমেন্টস ও আসবাবপত্রের হিসাব দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন এবং উক্ত রেজিস্টারের একটি কপি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট গচ্ছিত থাকবে।

৯। ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ল্যাবের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ল্যাব বন্ধ করার পূর্বে ল্যাবের বৈদুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

১০। ল্যাবের জন্য নির্ধারিত কম্পিউটারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোন অবস্থাতেই ল্যাবের বাহিরে ব্যবহার করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে ল্যাবের বাহিরে ব্যবহার করা যাবে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে কোন শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নিয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে।

১১। ল্যাবে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কোন যান্ত্রিক ত্রুটি বা গোলযোগ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যয়ে মেরামত করে বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইন্টারনেট ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।

১২। প্রতিটি কম্পিউটারে ইউপিএস ব্যবহার করতে হবে। ইউপিএস নষ্ট হলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তা মেরামত বা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ল্যাবের জন্য কম্পিউটার বা সরঞ্জামাদি প্রদান করতে চাইলে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি / গভর্নিং বডি কে অবহিত রেখে) গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উক্ত মালামালের হিসাব সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪। প্রতিষ্ঠান প্রধান/ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সকল কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই নীতিমালা যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়ার কারণে ল্যাব বন্ধ থাকলে বা অন্য কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

১৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কম্পিউটার সংক্রান্ত যত প্রশিক্ষণ হবে তার প্রধান ভেন্যু হবে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ল্যাব। তাছাড়া, ল্যাবে সরকার নির্ধারিত পাঠদান সময়ের বাইরে আউটসোর্সিং ও ফ্রি-ল্যান্সিং সহায়ক এবং কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ফি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৫০% ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করতে হবে। অবশিষ্ট ৫০% প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ব্যয় করা যাবে। সকল ব্যয়ের ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে যা নিরীক্ষাযোগ্য। কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করতে হবে।

১৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কম্পিউটার ল্যাব এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং টুল ডেভেলাপ করে তার মাধ্যমে মনিটর করতে হবে।

১৭। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮। প্রতি কর্ম দিবসে কম্পিউটার ল্যাব আবশ্যিকভাবে খোলা রেখে ল্যাবের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে যে কোন ছাত্র/ছাত্রী/শিক্ষক যে কোন সময় ল্যাব/ কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে।

১৯। মাল্টিমিডিয়া/ স্মার্ট ক্লাসরুম সমূহে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তি সঙ্গত সংখ্যক ক্লাস পরিচালনার পদক্ষেপ নিতে হবে। সকল শিক্ষককে স্মার্টবোর্ড ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০৯/৭/১৭

১। পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

০৯.০৭.১৭

২। প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প

০৯/০৭/১৭

৩। প্রকল্প পরিচালক, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প

০৯.০৭.১৭

৪। উপ-পরিচালক (প্রকৌশল)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

০৯.০৭.2017

৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর